অন্নদাশঙ্কর রায়
নির্বাচিত
ছড়া

পা রু ল

নির্বাচিত ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

নির্বাচিত ছড়া

সংকলন

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ভূমিকা

ড. রামপ্রসাদ বিশ্বাস

পা রু ল

পারুল

পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০০০৯
আখাউড়া রোড আগরতলা ৭৯৯০০১

প্রথম পারুল বৈদ্যুতিন সংস্করণ ২০১৮

eISBN 978-93-87833-39-5

দুই বাংলার খোকাখুকুদের

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভূমিকা

প্রবন্ধকার-কথাকার-গল্পকার-ভ্রমণ সাহিত্যকার অন্নদাশঙ্করকে বাংলার পাঠক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আসন দিয়েছে। ছড়াকার অন্নদাশঙ্করকে দিয়েছে ভালোবাসার পিঁড়ি। সাধারণ পাঠকের মনে জায়গা পাওয়ার ছাড়পত্র তাঁর ছড়া। ছড়া দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু করেননি; কিন্তু সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করেছেন। মহাপ্রস্থানের বাইশ দিন আগে তাঁর শেষ উচ্চারিত রচনা 'ঐরাবত'। এটি তাঁর শেষ বলা-শেষ বেলার-শেষ লেখানো ছড়া। কথক অন্নদাশঙ্কর। লেখক তাঁর 'পুত্রপ্রতিম' সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

অন্নদাশঙ্করের প্রকাশিত ছড়ার সংখ্যা ৬৫১। তাঁর ছড়াসমগ্র আকৃতিতে গন্ধমাদন পর্বত। তার মধ্যে একশো সেরা ছড়া বাছা খুব কঠিন। তাঁর অধিকাংশ ছড়াই ভালো। প্রায় সবটাই বিশল্যকরণী। তবু দুঃসাহসে ভর করে একশোটি বিশল্যকরণী বেছে একটি ক্ষীণতনু কিন্তু হীরকস্বচ্ছ ছড়ার বই প্রকাশে উদ্যোগী হওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়, বুদ্ধদেব বসুর 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের সূত্রে অন্নদাশঙ্করের হাত খুলে যায়। ছড়ায় যখন তাঁর দখল জন্মে যায়, তখন তিনি চেয়েছিলেন দেশজ রীতির ছড়া। ১৪টি ছড়ার বইয়ের নামকরণেও সেই ইচ্ছের ছাপ পড়ে যায়। ১৯৪২-এ বের হয় তাঁর প্রথম ছড়াগ্রন্থ উড়কী ধানের মুড়কি, ১৯৫০-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় বই রাঙা ধানের খই; ২০০২-এ বেরোয় তাঁর শেষ ছড়াগ্রন্থ রাঙাঘোড়ার সওয়ার। এই নামগুলি অচেনা-অজানা গ্রাম্য মুখে মুখে রচিত ছড়া থেকে নেওয়া।

তবে নতুন ধারার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রীতির আধুনিক ছড়া লেখাতেও তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন। ১৯৪৭-এ দেশভাগের প্রেক্ষিতে তাঁর লেখা 'খুকু ও খোকা' ('তেলের শিশি ভাঙল বলে..') ছড়াটি খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে কিংবদন্তীর মর্যাদালাভ করেছে।

ছড়া নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষায় সিদ্ধি ও সাফল্যে অন্নদাশঙ্কর বাংলা ছড়ার রাজ্যে এক মাইলস্টোন।

এই একশোটি ছড়ার মধ্যে আমরা অন্নদাশঙ্কর রচিত সমস্ত ধরনের ছড়ার নমুনা তুলে ধরতে চেয়েছি। ছড়ার ছন্দ তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন, পেরেও ছিলেন। ছন্দে-মাধুর্যে-বাকবিভূতিতে প্রাঞ্জল একশোটি ছড়ার মধ্যে ছড়াকার অন্নদাশঙ্করের সম্পূর্ণ চেহারার আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই ক্ষুদ্র চেষ্টা যদি তাঁর ছড়ার প্রতি নতুন করে কৌতূহল জাগাতে পারে, তাহলেই আমাদের এই সংকলন প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

ড. রামপ্রসাদ বিশ্বাস

সূচি

সরস্বতী

বঙ্গবন্ধু

লোডশেডিং

হচ্ছে হবের দেশে

শতরঞ্জকে খিলাড়ি

বাঘের পিঠে

বারো রাজপুতের বারোমাস্যা

শুনহ ভোটার ভাই

ভঙ্গ রস

একুশে ফেব্রুয়ারী

বিদ্রোহী রণক্লান্ত

বুলেট যার ব্যালট তার

নিউট্রন বোম

লটারি

নাক ডাকা

মাছের বাজারে ব্যাঙ

ঘটকালি

নতুন ধাঁধা

ক্যানিউট ও সমুদ্র

চালাকি

ওযুধ

ধন্বন্তরি

সবুজের অন্তর্ধান

তরুহীন মরু

লেনিন মূর্তি

ধন্য নগর

অটোগ্রাফ

ঐরাবত

লন্ডন ফগ

ফগ কথাটার মানে
সত্যি ক'জন জানে
ডিক্সেনারী দেখে
জানতে যদি চাও
লন্ডনমে আও
শেখো একবার ঠেকে।
ঘর থেকে আজ বেরিয়ে
দেখি বিষম দেরি এ
ক্লাস কামাই'র জোগাড়।
পাঁচটি মিনিট ছুটে
টিউব ট্রেনে উঠে
শেষ হলো কি ভোগার?
টিউব কাকে বলে?
মাটির নীচে চলে
সুড়ং পথের রেল।
আওয়াজটা তার অতি!
কিবা চঞ্চল গতি!
কোথা পাঞ্জাব মেল!
মিনিট কুড়ি পরে
এসক্যালেটর চড়ে'—
("এসক্যালেটর কী?"
নাগরদোলার মতো
ঘুরছে অবিরত
সিঁড়ির মতনটি।)

—স্টেশন ছেড়ে দেখি
ও মা, ব্যাপার এ কী!
অমাবস্যার আঁধার!
যে দিক পানে চাই
পথ খুঁজে না পাই,
ডান ধার কি বাঁ ধার।
কোনো রকম করে
একটু যদি সরে
আকাশ জোড়া ফগ
একটু হলে ফরসা
বক্ষে জাগে ভরসা
রক্ত সেটগবগ।
ইলেকট্রিকের বাতি
তারার মতো ভাতি
মিটমিটিয়ে জ্বলে!
বিশ্বগ্রাসী ধোঁয়ায়
কী যে চোখে ছোঁয়ায়
চোখ ভরে যায় জলে।
সামলে চলি ধীরে
চরম দুর্গতি রে
আচমকা খাই ঠেলা।
অচিন লোকের সাথে
ফুটপাথে ফুটপাথে
লুকোচুরির খেলা।
পা বাড়াতে ডর
পড়ব কিসের পর
চোখ থাকতে কানা!
দাঁড়িয়ে থাকা দায়
পিছন থেকে হায়
ধাক্কা বাজে নানা।
রাস্তা পারাপার
আজ হবে কি আর!
ঐ ধারে মোর কাজ।
পথের মাঝে ভাই
কোন সাহসে যাই
মোটর গাড়ীর মাঝ।
লোকের ভিড়ের ঠেলা
সেএক রকম খেলা,—
মার খাই তো মারি।

কিন্তু গাড়ীর মার
ফিরিয়ে দেওয়া ভার
প্রাণ যাবে যে ছাড়ি।
তখন আপনা-বাঁচা
সকল ক'টি চাচা
এ ধরে ওর পিছু
দল বেঁধে পথ কেটে
ক্রস করে যায় হেঁটে
ভয় রাখে না কিছু।

১৯২৭

লন্ডনের শীত

বিলেতবাসী আমরা সবাই
শীতে এবার হলেম জবাই—
তোমরা কি এর খবর রাখো কোনো?
বিষম ব্যাপার, শুনতে চাও তো শোনো।
এবার হেথা যেমন বরফ
তেমনি কাশি সর্দি ও কফ
ফ্লু (flu) জ্বরেতে সবাই ধরাশায়ী।—
বাঁচবো কি না, ঠিক-ঠিকানা নাই।
জলের পাইপ গেছে জমে
জল আসে না কোনো ক্রমে—
কুঁজো হাতে ঘুরছি দ্বারে দ্বারে
সাফ হওয়াও ঘুচলো একবারে!
পুকুর-নদী যেথায় যত
স্কেটিংরিঙ্কে (skating rink-এ) পরিণত,
তার উপরে কেউ বা খেলা করে—
বরফ ফেটে কেউ বা ডুবে মরে!
ঘরের মাঝে এক ফোঁটা জল
সেও জমে হলো অচল—
দুধ খেতে গে' কুল্পীতে দি' মুখ—
কেমন দেখ বিলেত আসার সুখ।
দেশে বোধ হয় চলছে ফাগুন—
সূয্যিমামা জ্বালছে আগুন—

পয়সা বাঁচাও, তোমরা বড় চতুর!
কয়লা কিনে আমরা হলেম ফতুর।
পাহাড়-প্রমাণ লেপের তলে
কাঁপতে থাকি ঘুমের ছলে—
মুটের মতো পোশাক বয়ে ফিরি।
বরফ ঝরে সকল দেহ ঘিরি’।
দাঁতে দাঁতে ঠক-ঠকানি,
গলার ভিতর খকখকানি
খুব বেঁচেছো লন্ডনে না এসে—
মিথ্যে কেন কাহিল হতে কেশে।
আচ্ছা তবে আসি এখন—
সেলাম পাঠক-পাঠিকাগণ,
আজকে লেখা রইলো এই তক
খক... খক... খক... খক...

১৯২৯

লিমেরিক

১
এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুষ।
অবশেষে এক দিন
ব্যাপার হলো সঙ্গীন—
ফানুষ ওড়ায় মানুষ॥

২
এক যে ছিল অসুর
রাবণ তার শ্বশুর।
দু বেলা তার বাবার
সামান্য জলখাবার
তিরিশ হাজার পশু॥

৩
একটি মেয়ে ছিল তার নাম মিনু
তার এক ভাই ছিল তার নাম চিনু।
আর তার পুতুল
তার নাম তুতুল।
গুনে দেখ—এক, দুই, তিনু॥

১৯৩৭

ময়নার মা ময়নামতী

ময়নার মা ময়নামতী
ময়না তোমার কই?
ময়না গেছে কুটুমবাড়ী
গাছের ডালে ওই।
কুটুম কুটুম কুটুম
নামটি তার ভূতুম
আঁধার রাতের চৌকিদার
দিনে বলে, শুতুম।
ময়না গেছে কুটুমবাড়ী
আনতে গেছে কী?
চোখগুলো তার ছানাবড়া
চৌকিদারের ঝি।
ভূতুম কিন্তু লোক ভালো
মা লক্ষ্মীর বাহন কিনা
লক্ষ টাকায় ঘর আলো।
গয়না দেবে শাড়ী দেবে
সাত মহলা বাড়ী দেবে
মস্ত মোটর গাড়ী দেবে
সোনা কাহন কাহন।
ভূতুম মলে ময়না হবে
মা লক্ষ্মীর বাহন।

১৯৪৪

হনুমানের গান

ওরে হনুমানের দল!
যাসনে কেন লম্ফ দিয়ে যেখানে ইম্ফল
যা লড়াই করে খা
বলুক লোকে, সাবাস বটে মহাবীরের ছা।
আমার বাগান ধ্বংস করে তোদের কিম্ফল,
ওরে হনুমানের দল!
ওরে হনুমানের দল!
অনুমান তো হয় না তোদের আছে বাহুর বল।
যা, বড়াই করে খা
হল্লা শুনে হাসুক লোকে, হা হা হা হা হা!
লম্ফ দিতে জানিস শুধু লাঙ্গুল সম্বল।
ওরে হনুমানের দল!

১৯৪৪

মুখে মুখে জবাব

বল দেখি কোন জানোয়ার
লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে?
মনে হয় ল্যাজ দেখে তার
সাপ যেন ডালে ডালে নাচে।
শুনি তোদের অনুমান!
"হনুমান।" "হনুমান।"
বল দেখি কোন জানোয়ার
দল বেঁধে ডাকাডাকি করে?
কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া বলে
রাত্তিরে হাঁকাহাঁকি করে।
শুনি তোদের খেয়াল?
"শেয়াল।" "শেয়াল।"
বল দেখি কোন জানোয়ার
খেয়েদেয়ে মোটা হয় খালি?
বেড়া ভেঙে বাগানেতে ঢোকে
ধরে তাকে নিয়ে যায় মালী।
শুনি তোদের হাসি?
"খাসী।" "খাসী।"
বল দেখি কোন জানোয়ার
ধোপাদের বোঝা বয়ে আনে?
থেকে থেকে বিষম চেঁচায়
যেন আর সয় নাকো প্রাণে।
শুনি তোদের কাঁদা?

“গাধা।” “গাধা।”
বল দেখি কোন জানোয়ার
জঙ্গলে ঘোরে আড়ে আড়ে?
হরিণকে পেলে ছাড়ে নাকো,
গোরুকেও বাগে পেলে মারে।
দেখি তোদের রাগ?
“বাঘ।” “বাঘ।”
বল দেখি কোন জানোয়ার
জলে থাকে, ডাঙাতেও ঘর?
ভয় পেলে হাত পা ও মাথা
টেনে দেয় খোলার ভিতর।
দেখি তোদের মচ্ছব?
“কচ্ছপ।” “কচ্ছপ।”

১৯৪৪

কাঁদুনি

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানী
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানী।
মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনেছি কাহিনী
দুশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।
একাই জনযুদ্ধ করি
এ হাতে ও হাতে
দুই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে
একাই
মশার কামড় নিজের চাপড়
কেমন করে ঠেকাই!
শেষে
ম্যালেরিয়ায় ধরলে আমায়
একেবারে ঠেসে।
মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়

কেশনগরের মশায়।
কেশনগরের মশার সাথে
তুলনা কার চালাই?
বাঘের গায়ে বসলে মশা
বাঘ বলে সে, ‘‘পালাই’’।
জাপানীরা ভাগল কেন
খবরটা কি রাখেন?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।
পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হটত।
মশা
তুচ্ছ মশা!
মশার জ্বালায় সেদিন হতো
ডানকার্কের দশা।
মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!

১৯৪৫

আর্তনাদ

কেলো রে কেলো রে
এলো রে এলো রে
আয় আয় আয়।
কে এলো রে
কী এলো রে
কী হয়েছে ভাই?
কেলো রে কেলো রে
খেলো রে খেলো রে
হায় হায় হায়।
কে খেলো রে
কী খেলো রে
খুলে বল ছাই।
পিঁপড়েটা আমাকে
কামড়াতে চায়।

১৯৪৫

জিতুবাবুর জিৎ

মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি
মরছি ফেটে আহ্লাদে
ও মাসী তুই পাল্লা দে।
হিটলার তো চিৎ হয়েছে
মুসোলিনি পটাং
জাপু এখন বর্মা ছেড়ে সটাং।
আমরা গেছি জিতে
আমরা মানে আমাদের সেই
সিঙ্গি ভালুক মিতে।
লড়াই যাবে থেমে
চীনে বাদাম সস্তা হবে ক্রেমে।
চীনে বাদাম! দো পয়সা!
চীনে বাদাম! এক পয়সা!
চীনে বাদাম! আধ পয়সা!
ও মাসী দে
পয়সা দে,
আধলা দে।
মরছি ফেটে আহ্লাদে।
আমরা গেছি জিতে
আমরা মানে আমাদের সেই
ঈগলপাখী মিতে।
জারমানকে হার মানিয়ে
আমরা গেছি জিতে।
আমরা মানে আমাদের সেই
সিঙ্গি ভালুক মিতে।

১৯৪৫

ঝুমঝুমি

দিদির মতন লক্ষ্মী মেয়ে
নও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
মিষ্টি লাগে দুষ্টু মেয়ের
দুষ্টুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি মেয়ের
মিষ্টুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দেখন হাসি, হেসে আকুল
হও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
কাঁদো যখন, কী বেদনা
সও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দিদির মতন শান্ত মেয়ে
নও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।

১৯৪৬

শিশুর প্রার্থনা

জগৎ জুড়ে ভয়ের মেলা
ভয় লাগে যে সারা বেলা
কেমন করে করব খেলা
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।
ভয় ভেঙে দাও সকল লোকের
সকল রোগের সকল শোকের
সকল রকম ভয়ানকের
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।
আমার খেলাঘর এ ধরা
আমার আপন জনে ভরা
পরকে চাই আপন করা
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।
খেলব আমি আপন মনে
সারা দিবস অকারণে
তুমি থেকে সঙ্গোপনে
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

১৯৪৬

খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী!
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর!
তার বেলা?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

১৯৪৭

দুই বেড়াল ও এক বাঁদর

হুলো। তোর মতো দজজাল দেখিনি, ভুলো
পিষে তোরে করব ধুলো।
ভুলো। তোর মতো ধড়িবাজ দেখিনি, হুলো।
ধুনে তোরে করব তুলো।
হুলো। তোর মতো দুশমন নেই রে, ভুলো।
পিঠে তোর বাঁধব কুলো।
ভুলো। তোর মতো শয়তান নেই রে, হুলো।
মুখে তোর জ্বালব চুলো।
হুলো। হা রে রে রে রে রে।
ভুলো। হা রে রে রে রে রে।
হুলো। ভুলো আমায় মারে।
ভুলো। হুলো আমায় মারে।
হুলো। বিচার করো হে এসে লছমনদাস।
তোমারেই করি বিশ্বাস।
ভুলো। বিচার করো হে এসে লছমনদাস।
তোমা পরে রাখি আশ্বাস।
লছমনদাস। দু'জনেরই আমি মহাবন্ধু, জেনো।
তোমাদের কলহ কেন?
ভুলো। হুলো চায় আস্ত পিঠে।
হুলো। আস্ত না খেলে পিঠে লাগে না মিঠে।
ভুলো। ভালো নয় অতি মিষ্টি
আধখানা পাই যদি হই হৃষ্টি।
হুলো। অখন্ড পিষ্টক খেতে অতি মিষ্টক

খণ্ডিত পিষ্টক খেতে যেন বিষ্ঠক।
ভুলো। আধখানা পিঠাই খেতে যেন মিঠাই।
আস্ত যে খেতে চায় পেটে নয় পিঠে খায়।
হুলো। দেখি তোর পৃষ্ঠ তবে রে পাপিষ্ঠ।
ভুলো। তবে রে দুরন্ত দেখি তোর দন্ত।
হুলো। তুই এক গুন্ডা নেব তোর মুন্ডা।
ভুলো। তুই অতি তুচ্ছ কেটে নেব পুচ্ছ।
হুলো। করো এর সুবিচার, লছমনদাস!
ভুলো। লছমনদাস, এর করো সুবিচার!
লছমনদাস। আচ্ছা রে আচ্ছা, বেড়ালের বাচ্চা
সুবিচার করব এক দম সাচ্চা।
ভুলো পাবে আদ্ধেক হুলো পাবে আস্ত
বকশিশ পাবে কিছু লছমনদাস তো?
হুলো। রাজি।
ভুলো। রাজি।
লছমনদাস। তোরা দুই বিল্লী চল তবে দিল্লী।
হুলো। আজই।
ভুলো। আজই।
লছমনদাস। দিল্লীতে এসেছি বড় ভালোবেসেছি।
হুলোকেই ভালোবাসি সবচে' বেশী
আমি বিদেশী।
ভুলো। কাকে?
লছমনদাস। ভুলোকেই ভালোবাসি সবচে' বেশী
আমি বিদেশী।
হুলো। কাকে?
লছমনদাস। হুলোকেই ভুলোকেই হুলোকেই ভুলোকেই
হু—ভু—হু—ভু
হুভলোকেই ভালোবাসি সবচে' বেশী
আমি বিদেশী।
হুলো। খুশি।
ভুলো। খুশি।
লছমনদাস। তোরা দুই পুষি রে হয়েছিস খুশি রে
বকশিশ রূপে তাই একটুকু কামড়াই।
হুলো। ও কী।
লছমনদাস। কামড়ের পরেও তো আস্তই রয়েছে
এখনো তো হয়নিকো দু'খানা
হুলো। আস্ত রইত যদি, গালদুটো ফুলত না
হাসিতেও ভরত না মু'খানা।
ভুলো। আস্ত না হোক তাতে আমার কী আসে যায়

আমাকে দেবে তো ঠিক আদ্ধেক।
লছমনদাস। আরেক কামড় দিয়ে বাকী যা রইল তার
নিশ্চয় দেব ঠিক আদ্ধেক।
হুলো। বেশ বেশ এই চাই আমি যদি কম পাই
নাই কোনো দুঃখ
পিঠে তো হলো না ভাগ, সেইটেই মুখ্য।
ভুলো। বেশ বেশ এই চাই আমি যদি নাও পাই
নাই কোনো দুঃখ
হুলো তো পেলো না পুরো, সেইটেই মুখ্য।
লছমনদাস। আরেক কামড় দিলে হবে আরো সূক্ষ্ম।
হুলো। পিঠে হলো নি:শেষ তবু করি বিশ্বেস
হবে না হবে না ভাগ, সেইটেই মুখ্য।
ভুলো। পিঠে হলো নি:শেষ তবু করি বিশ্বেস
সবটা পাবে না হুলো, সেইটেই মুখ্য।
লছমনদাস। বাকীটুকু পেটে গেলে হবে অতি সূক্ষ্ম।
হুলো। ভুলো রে ভুলো রে অখন্ড গেলো রে!
ভুলো। হুলো রে হুলো রে দ্বিখন্ড গেলো রে!
হুলো। খিদে কেন পায় রে!
ভুলো। পেট জ্বলে যায় রে!
হুলো। হায় রে! প্রাণ বাহিরায় রে!
ভুলো। ভাই রে! প্রাণ বুঝি নাই রে!

১৯৪৬

পিঠে ভাগের পর

হুলোর হাতে ভুলোর কান
ভুলোর হাতে হুলোর কান
লছমনদাস ধরিয়ে দিয়ে
করল যেদিন লম্ফদান
সেদিন ওরা দুই বেড়ালে
নাচল তা ধিন তা ধিন রে
হাঁকল মুখে শিঙ্গা ফুঁকে
আমরা এখন স্বাধীন রে।
তা ধিনতা
স্বাধীনতা
তা ধিনতা
স্বাধীনতা।
কিন্তু যখন লাগল এসে
হুলোর কানে ভুলোর টান
ভুলোর কানে হুলোর টান
তখন ওরা দাঁত খিঁচিয়ে
পিঠ উঁচিয়ে
ল্যাজ ফুলিয়ে
খুব চেঁচিয়ে
আঁচড় কামড় চাপড় দিয়ে
করল দু'ভাই রক্তস্নান।
ওদের যেসব বাচ্চা ছিল
তাদের পেটে নেই দানা
খিদের জ্বালায় কাঁদে যখন
তখন তাদের তাও মানা।
কে যেন সেবুদ্ধি দিল,

ভাবছ কেন খাদ্য নেই?
একটা খাবে আরেকটাকে
বেড়াল খাবে বেড়ালকেই
তখন তারা হাঁ করে
ধাঁ করে
ছুটে যায়
রাস্তায়
খপাখপ
টপাটপ
যাকে পায়
তাকে খায়।
এমন সময় ব্যাপার দেখে
হুলোর প্রাণে লাগল টান
ভুলোর প্রাণে লাগল টান
দুই বেড়ালে সন্ধি করে
বাচ্চাগুলোর রাখল জান।

১৯৫০

ছবি আঁকা

চকখড়ি চকখড়ি চক
এই বার আঁকছি বক।
বকমামা বকমামা—খপ
খপ করে মাছ্ খায়—ঝপ
ঝপ করে উড়ে যায় বক
চকখড়ি চকখড়ি চক।
চকখড়ি চকখড়ি চাক
এইবার আঁকব কাক।
কাক নয় শাদা, তাই হাঁস
হাঁস হলো হাঁস হলো— বাস।
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক করে ডাক
চকখড়ি চকখড়ি চাক।

১৯৫০

কেউ জানে কি

হা হা,
সত্যভূষণ রাহা,
যে কথাটা বললে তুমি
সত্য বটে তাহা!
চামচিকেরা ফুলকপি খায়
কেউ জানে না, আহা!
হো হো,
ইন্দুমাধব গোহো,
এই কথাটি জানলে পরে
ভাঙবে তোমার মোহ।
গাংচিলেরা নাসপাতি খায়
কেউ জানে না, ওহো!

১৯৫১

পার্বতীর ছড়া

এক যে ছিল পার্বতী
ফার্বতী
মার্বতী
ধার্বতী
তার যে ছিল বেড়ালটা
ফেড়ালটা
ভেড়ালটা
মেড়ালটা
বেড়ালটাকে ধরতে যাই
একটু আদর করতে চাই।
ওমা তখন পার্বতী
পার্বতী না ফার্বতী
ফার্বতী না মার্বতী
কেড়ে নিল বেড়ালটা
বেড়ালটা না ফেড়ালটা
ফেড়ালটা না ভেড়ালটা।
অমন বেড়াল চাইনে
ওদের বাড়ী যাইনে।
পার্বতী, ও পার্বতী
দেখি না ভাই বেড়ালটা।

১৯৫২

ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমী

ব্যাঙ্গমী সুধালো ব্যাঙ্গমাকে,
গাছতলে শুয়ে আছে মানুষটা কে?
মনে হয় কোনো রাজপুত্র হবে
তেপান্তরের মাঠ পেরোবে কবে?
ব্যাঙ্গমা বলল ব্যাঙ্গমীকে,
সামনে বিপদ যদি যায় ওদিকে।
দস্যুর দল আছে, আসবে তেড়ে
একটি নিমেষে নেবে প্রাণটি কেড়ে।
ব্যাঙ্গমা, ব্যথা লাগে দশা ভেবে এর
কাটান কি নেই কিছু এই বিপদের?
একটি উপায় আছে, যদি সেঘোড়ায়
পক্ষিরাজের মতো আকাশে ওড়ায়।
কিন্তু বিপদ, যেই দম ফুরোবে
ঘোড়াপ্লেন উলটিয়ে অক্কা পাবে।
ব্যাঙ্গমা, বলো, বলো, কী হবে উপায়
মনটা আমার কেন করে হায় হায়!
উপায় নেই তা নয়, কিন্তু কঠিন
লাফ দিয়ে ডিগবাজি খাবে গোটা তিন।
কিন্তু পেরোবে যেই চার পোয়া মাঠ
অমনি দেখবে খাড়া লৌহ কপাট।
তা হলে কেমন করে যাবে ওধারে
কপাট কি খুলবে না কোনো প্রকারে?

কপাটের তলে আছে গুপ্ত সুড়ং
তিন বার বলবে অং বং চং।
তখন চিচিং ফাঁক। কিন্তু ফাঁড়া!
ওধারেতে রাক্ষস আছে পাহারা।
রাক্ষস! ব্যাঙ্গমা, তরাসে মরি!
উপায় কি আছে এর? প্রশ্ন করি।
নেই যে তা নয়, তবে চাই বাহুবল
এবার খাটবে নাকো কলাকৌশল।
মারতে হবে আর মরতে হবে
রাজকন্যাকে পাবে বাঁচলে তবে।
তবে আর কাজ নেই তেপান্তরে
ঘরের ছেলেকে বলি ফিরতে ঘরে।
কুক কুক কুককুরু কুক কুর কুর
ঘরে ফিরে যা রে, রাজপুত্তুর।

১৯৫৪

ঘোড়দৌড়

খুকু। মোড়ার ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার থেকে গড়িয়ে পড়ি
টগবগ টগবগ।
আঁখি। গোল তাকিয়া ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি
টগবগ টগবগ।
মুনিয়া। ভুঁড়ির ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
দাদু নড়লে আমিও নড়ি
টগবগ টগবগ।
খুকু। যা রে ঘোড়া ছুটে যা
খেতে দেব গরম চা।
আঁখি। চল রে ঘোড়া ছুটে চল
খেতে দেব ঠান্ডা জল।
মুনিয়া। নাচ রে ঘোড়া জোরে নাচ
খেতে দেব নরম ঘাস।
তিন জনে। টগবগ টগবগ ছোটে ঘোড়া
নামে ঘোড়া ওঠে ঘোড়া।
বেড়া দেখে লাফায় ঘোড়া
গর্ত দেখে ঝাঁপায় ঘোড়া।
নাচে ঘোড়া খেলে ঘোড়া
শেষ কালে দেয় ফেলে ঘোড়া।
হুড়মুড়িয়ে পড়ি রে
আর কি ঘোড়ায় চড়ি রে!

১৯৫৪

পটল

পটল নামে লোক ভালো
পটল চেরা চোখ ভালো।
পটল খেতে ভালো যে—
কিন্তু পটল তুলবে কে?

১৯৫৫

পক্ষিরাজ

পক্ষিরাজের খেয়াল হলো ঘাস খাবে
স্বর্গে কোথায় ঘাস পাবে!
একদিন সেইন্দ্ররাজার সুখের দেশ
শূন্য করে নিরুদ্দেশ।
উড়তে উড়তে নেমে এলো এইখানে
চরতে গাঁয়ের ময়দানে।
ভোরে উঠে দেখতে পেলো নন্দুভাই
সঙ্গে ছিল বন্ধুভাই।
ঘোড়ার মতন গড়ন কিন্তু পক্ষধর
ধরতে গেলে করবে ফরর।
নন্দুরা তাই গাছে উঠে লাফ দিয়ে
পড়ল পিঠে ঝাঁপ দিয়ে।
পক্ষিরাজ তো ঘাসের স্বাদে তন্ময়
উড়তে কি তার মন হয়।
দড়ি দিয়ে বাঁধল তাকে নন্দুভাই
টানল তাকে বন্ধুভাই।
পক্ষিরাজের জায়গা হলো গোহালে
থাকল সেথা গো হালে।
বার্তা গেল রটতে রটতে রাজধানী
মন্ত্রী এলেন সন্ধানী।
চিনতে পেরে বলেন, এ যে পক্ষিরাজ!
নন্দু, তোমার কিবা কাজ!
রাজার ঘোড়া রাজার জন্যে দাও ছেড়ে।
নয়তো আমি নিই কেড়ে।

নন্দু ও তার বন্ধু মিলে বলল, সার,
যে ধরেছে পক্ষী তার।
কাড়াকাড়ি করতে গেলে আমরা বেশ
উড়ে যাব অন্য দেশ।
ঘোড়ার পিঠে উঠল দু'ভাই ধরল রাশ
উড়ল ঘোড়া। ভুলল ঘাস।
মন্ত্রী ছোটেন, রাজা ছোটেন, প্রজা সব
ছুটতে ছুটতে করে রব।
পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে অন্য দেশ
বন্য দেশ
কত দেশ
শত দেশ
উড়ল ওরা ঘুরল ওরা দেখল ওরা
নির্নিমেষ।
কিন্তু যখন পক্ষিরাজের হলো মন
স্বর্গে যাবার এলো ক্ষণ
তখন ওরা ঘরের ছেলে ফিরল ঘর
দিল ছেড়ে পক্ষধর।
উড়তে উড়তে নীল আকাশে চিল হলো
তার পরে সেনীল হলো।
স্বর্গে তখন খোঁজাখুঁজির অন্ত না
ইন্দ্র করেন মন্ত্রণা।
দৈত্যরাই দস্যু বলে কন সবে
তাদের সঙ্গে রণ হবে।
এমন সময় পৌঁছে গেল পক্ষিরাজ
থেমে গেল যুদ্ধসাজ।

১৯৫৫
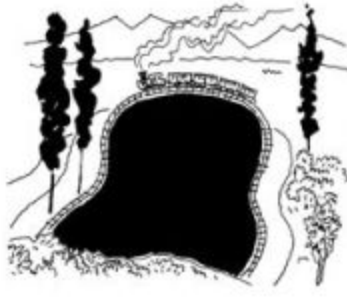
বাতাসিয়া লুপ

ছ'টা কুড়ি
ট্রেন ছেড়েছে শিলিগুড়ি।
ডিং ডং
ছাড়িয়ে গেল কার্সিয়ং।
ঝুম ঝুম
এবার বুঝি এলো ঘুম।
টিং টিং
ঘুম থেকে যায় দার্জিলিং।
ইয়া ইয়া
এই কি সেই বাতাসিয়া?
চুপ চুপ
সামনে বাতাসিয়া লুপ।
নমো নমো
বিশ্ব মাঝে উচ্চতম।
বেঁকে বেঁকে
ট্রেন চলেছে বৃত্ত এঁকে।
ঘুরে ঘুরে
ট্রেন চলেছে ঘূর্ণি জুড়ে।
ওগো কাকী
ট্রেন কি ঘুমে ফিরল নাকি!
মজা খুব
ট্রেন যে হঠাৎ দিল ডুব।
লাইন তলে

নামতে থাকা লাইন চলে।
ও পারেতে
ট্রেনকে দেখি দৌড়ে যেতে।
ঢিং ঢিং
ঐ যে আসে দার্জিলিং॥

১৯৫৭

ককার

সুরজিৎ দাশগুপ-
তের ছিল সাধ খুব
পুষবে বিলিতী কুৎ-
তার যদি পায় পুত।

কপালে জুটল হিস-
পানী বংশের মিশ-
মিশে সোনালী ককার
কার যেন উপহার।

বয়েস দেড়টি মাস
তেড়ে আসে ফোঁসফাঁস।
বড় বড় কুত্তারা
ভয়ে ফিট হয় তারা।

এই এতটুকু মুখ
দুধ খায় চুক চুক।
লম্বা লম্বা কান
বাটিতেই ডুবে যান।
অসহায় জীব বলে
সুরজিৎ নেয় কোলে।
নরম বিছানা পাতে
শোয়ায় নিজের সাথে।

কিন্তু গরম জল
করে তোলে চঞ্চল।
ঘুম ভাঙে মাঝ রাতে
সুরজিৎ কাঁথা পাতে।

পারে না সইতে আর
এক রাতে বার বার।
টেবিলে শোয়ায় তাকে
আপনিও মাথা রাখে।

এমনি সেশয়তান
উঠে বসে ধরে তান।
সুরজিৎ সাবধান
কখন গড়িয়ে যান।
হয়েছে আদুরে জেদী
আওয়াজ মর্মভেদী।
তা হলেও খুব তেজী
নয়কো সেহেঁজিপেঁজি।

শোনা যায় ডাকখানা
বাড়ী থেকে ডাকখানা।
পাড়া করে গমগম
ভিখিরীও আসে কম।

লেগেছে আজব হাওয়া
থেমে গেছে চাঁদা চাওয়া।
মনে হয় ক্রেমে ক্রেমে
ট্রাফিক যাবেও থেমে।

চোর ডাকু আছে চুপ
সুরজিৎ দাশগুপ-
তের তাই মনে দুখ-
খের নেই লেশটুক।

১৯৬১

বাঘের রাগ

বাংলাদেশের রাজার বাঘ
করলে রাগ
বললে, ‘‘ভাগ!
ভাগ রে তোরা, সাদা বাঘ
রেওয়া রাজের হাঁদা বাঘ।
হালুম! হালুম! হালুম!
হয় রে আমার মালুম
করবি তোরা বংশ শুরু
তোরাই হবি সংখ্যাগুরু
তোরাই হবি রাজার জাত
করবি শেষে কেল্লা মাৎ।
ভাগ! ভাগ!
সাদা বাঘ।
রেওয়া রাজের
আধা বাঘ!
রংটা যাদের হলদে নয়
বাঘ যে কেন তাদের কয়!
দেশের লোক কি এতই মূঢ়
বোঝে না এর অর্থ গূঢ়!
ভাগ! ভাগ!
সাদা বাঘ!
বিন্ধ্যাচলের

গাধা বাঘ।
হালুম! হালুম! হালুম!
হয় রে আমার মালুম
তোদের যারা দেখতে যায়
চিড়িয়াখানার টিকিট চায়
বাঘ চিনতে নেই জানা
চিনবে কী? সব রং কানা।
ভাগ! ভাগ!
সাদা বাঘ!
বিন্ধ্যাচলের
সাদা ছাগ।''

১৯৬৩

অলিম্পিক

টোকিওতে দিচ্ছি লিখে
নামব আমি অলিম্পিকে।
বুঝলে, দাদু—
নামব আমি অলিম্পিকে।

নানান দেশের বড়ো বড়ো
খেলোয়াড়রা হবেন জড়ো।
শুনছ, দাদু—
খেলার মাঠে আমিও বড়ো।

দেব এমন লম্বা লম্ফ
ঘটবে সেথায় ভূমিকম্প।
পড়বে লোকে—
“জাপানে ফের ভূমিকম্প।”
বান আসে তো সাগর থেকে
সাঁতার দেব বাজি রেখে।
ভয় কী, দাদু—
থাকব ভেসে বাজি রেখে।

মাঠ শুকোলে জমবে খেলা
বল পিটোব সারা বেলা।
আমার কাছে
সেনচুরি তো ছেলেখেলা।

সাজ বদলে এক নিমিষে
জুটব আমি লন টেনিসে
ছয়-শূন্য, ছয়-শূন্য
জিতব আমি লন টেনিসে।

অনেক রকম ট্রোফী হাতে
ফিরব আমি তোমার সাথে।
হেঁ হেঁ দাদু—
তুমিও চল আমার সাথে।

১৯৬৪

বৃষ্টিপাত

বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর
পথে এলো বান
পথের মাঝে অথই জল
দাঁড়িয়ে গেল যান।

মোটর মোটর করেন যে
মোটর এখন ফটর
এখন, দাদা, সবাই মিলে
ভাজুন হরিমটর।
বৃষ্টিপাত! বৃষ্টিপাত!
রাত্রে আজ নেইকো ভাত!

এমন সময় পেতেম যদি
নৌকো আর মাঝি
বাড়ীর পানে পাড়ি দিতে
আমি তো, ভাই রাজী।
বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর
পথে এলো বান
কে আছো হে, নিয়ে এসো
হালকা সাম্পান।
বৃষ্টিপাত! বৃষ্টিপাত!
কিস্তি চড়েই কিস্তিমাৎ!

১৯৬৪

বাদলা

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপ
বসে আছি চুপুর চাপ।
বাইরে যাব উপায় কী
সাঁতার দেব দু'পায় কি?
বান ডেকে যায় রাস্তাতে
কে ভাসবি ভাস তাতে।
কে ভাসাবি নৌকা রে?
এই তো কেমন মওকা রে!
গাড়ী ঘোড়া গেল তল,
বাইক বলে, কত জল!
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
বাইরে গিয়ে মজা খুব।
খালি পায়েই জমাই পাড়ি
ঘুরে বেড়াই বাড়ী বাড়ী।
লেকের কোণায় হাঁটু জল
মাছ ধরছে ছেলের দল।
মাছ পড়েছে সরপুঁটি
এক কিলো না, এক মুঠি।
জল যদি না হয় পাতলা
ধরবে ওরা রুই কাতলা!

১৯৬৭

খিচুড়ি

বর্ষার দিনে যদি খেতে পাই খিচুড়ি
তবে আর দরকার নেই কোনো কিছুরি।
খিচুড়ি!
খিচুড়ি!
নিয়ে এসো, দিয়ে যাও একথালা খিচুড়ি!

বলি বটে, কে না জানে আজকের হালচাল!
কোথা পাই গাওয়া ঘি, কোথা পাই ডালচাল!
খিচুড়ি!
খিচুড়ি!
চাইলে কি খেতে পাই একথালা খিচুড়ি!

১৯৬৮

কাটা কুটি খেলা

লেখো দেখি বাঘ।
বাঘ।
ব কেটে ছ করো
ঘ কেটে গ করো
হয়ে যাক ছাগ।
বাঘ, তুই ভাগ।
লিখেছ তো ছাগ।
ছাগ।
ছ কেটে ব করো
গ কেটে ঘ করো
হোক ফিরে বাঘ।
ছাগ, তুই ভাগ।
লেখো তো বানর।
বানর।
ব কেটে বাদ দাও
আ কেটে বাদ দাও
হয়ে যাক নর।
ভাগ রে, বানর!
লিখেছ তো নর।
নর।
ব ফের জুড়ে দাও
আ ফের পুরে দাও
ফিরুক বানর।
ভাগ ভাগ, নর।

১৯৭২

গুলফিকার

জুলফি রাখে জুলফিকার
কুলফি হাঁকে কুলফিকার
আমি ভাবি কোথায় আমার
ছেলেবেলার গুলফিকার।

শুনবে তবে এ সংবাদ?
বাল্যকালে ছিল আমার
কুলফি খাবার নিত্য সাধ।
বিত্ত কিছু ছিল না, হায়!
একটি দুটি পয়সা বাদ।

কুলফিওয়ালা আসত রোজ
চেঁছে চেঁছে যা দিত তা
নয়কো মোটেই মস্ত ভোজ!
মুখে দিতেই মিলিয়ে যেত
দুঃখ আমার কে নেয় খোঁজ!

জীবনে সেএকটা দিন
কুলফিওয়ালা দিলদরিয়া
বলছে, ''বাবু, নিন, নিন।''
পয়সা দিলে নেবে না সে
হাসবে শুধু একটু ক্ষীণ।

ঠাকুমার তো গালে হাত
''কুলফি এত পেলি কোথা!
দুই পয়সায় কিস্তিমাৎ।''
পাইপয়সাও নেয়নি শুনে

ঠাকুমা তো ভয়ে কাৎ!

উপরতলায় থাকেন তাঁর
এক যে দাদা, দেন না দেখা
কাউপুরের সেই জমিদার।
খট খট খট শব্দ ওঠে
শুনি ওটা গুলীর মার।

ছিল না তাঁর নেশার ঘোর
কুলফিখোরের দুঃখ বোঝেন
মহাশয় সেই গুলীখোর।
“আমিই ওটা দিয়েছি, বোন,
দোষ করেনি নাতি তোর।”

জুলফি রাখে জুলফিকার
কুলফি হাঁকে কুলফিকার
আমি ভাবি কোথায় আমার
সেদিনকার সেই গুলফিকার!

১৯৭২

লাল টুক টুক

লাল টুক টুক ছাতাটি
কালো কুচ কুচ মাথাটি
কে যায়? কে যায়?
সোনা রায়।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
পথ চলতে মজা খুব
কে পায়? কে পায়?
সোনা রায়।

ওদিকেতে পা দুটি যে
জলের ছাঁটে গেল ভিজে
ফিরে আয়! ফিরে আয়!
সোনা রায়।

১৯৭৩

আধমণী কৈলাস

আধমণ চাল তার
এক থালা ভাত
কে খায়? কে খায়?
কৈলাসনাথ।
আধমণী কৈলাস
খায় আর কী?
একসের আন্দাজ
ভঁয়সা ঘি।
ঘি দিয়ে ভাত খায়
সঙ্গে কী এর?
অড়হর ডাল খায়
চার পাঁচ সের।
এতেই কি পেটুকের
পেট ভরে যায়?
ঝোল ঝাল অম্বল
মিষ্টিও খায়।
নিরামিষভোজী ছিল
ডাইনোসর
তেমনি এ যুগে এই
কৈলাসর।
আজকাল এই জীব
বাঁচবে কেমনে?
এ বাজারে খাবে কী এ?
কী পাবে রেশনে?
এরই খোরাকে বাঁচে
ত্রিশজন লোক
তাই আমি এর তরে
করব না শোক।

১৯৭৪

পিং পং

পিং পং
কালিমপং।
ডিং ডং
কালিমপং।
কিং কং
কালিমপং।
সিং সং
কালিমপং।
টিং লিং
দার্জিলিং।
মিং লিং
দার্জিলিং।
শিং লিং
দার্জিলিং।
জিং লিং
দাজির্লিং।
অং বং
কার্শিয়ং।
টং ঠং
কার্শিয়ং।
ডং ঢং
কার্শিয়ং।
রং চং
কার্শিয়ং।

বিস্কুট

কুট কুট
বিস্কুট।
মুঠ মুঠ
বিস্কুট।
যেথা রাখি
লুকিয়ে
গন্ধটি
শুঁকিয়ে
সেথা করে
লুট! লুট!
কে খায় রে
কে যায় রে
শুনে দেয়
ছুট! ছুট!

১৯৭৬

হুড়ুম

যার নাম মুড়িভাজা
তারই নাম হুড়ুম
হুড়ুম খেয়ে কি হবে
আক্কেল গুড়ুম?
যার নাম আক্কেল
তারই নাম দন্ত
দন্ত যে ক'টি আছে
হবে তার অন্ত।
তাই বলি, দাদু!
গুঁড়ো করে গুড় দিয়ে
করো ওকে স্বাদু।

কুঁড়ের বাদশা

বাজল ক'টা
সাড়ে ছ'টা?
ঘুম ভাঙেনি,
ওরে জটা?
জলদি কর
জলদি কর
পরীক্ষা আজ
সাড়ে ন'টায়।
বাজল ক'টা
সাড়ে ন'টা?
এখন দেখি
খাওয়ার ঘটা।
কানটা ধরে
ওঠাও ওরে
পরীক্ষা আজ
সাড়ে ন'টায়।

১৯৭৭

নেমন্তন্ন

যাচ্ছ কোথা?
চাংড়িপোতা।
কিসের জন্য?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি?
না, বাবুজী।
কিসের তবে?
ভজন হবে।
শুধুই ভজন?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও?
ছানার পোলাও।
ইচ্ছে কী আর?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েস!
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি?
ক্ষীর কদলী।
বা: কী ফলার!
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আমও।
আমিও যাই?
না, মশাই।

চাঁদমামার দেশে

নীল আসমান পাড়ি দিলেন
নীল আর্মস্ট্রং
চাঁদের দেশে পা রাখলেন
পোশাক জবরজং।
সেই অবধি টিকিট কেটে
হাজার হাজার যাত্রী
চন্দ্রযানের প্রতীক্ষায়
কাটায় দিবস রাত্রি।
বিশ বৎসর অতীত হলো
বিংশ শতাব্দীর
আয়ু যে হায় ফুরিয়ে আসে
যাত্রীরা অস্থির।
জলদি বানাও চন্দ্রযান
রব উঠেছে তাই
চাঁদ আমাদের মামা, চলো
মামাবাড়ী যাই।
নীল আর্মস্ট্রং-এর মতো
আসব ফিরে ঠিক
তাই তো কাটা হয়ে গেছে
রিটার্ন টিকিট।

এ্যালার্ম ঘড়ি

নাইকো আমার টাকাকড়ি
কোথায় পাব এ্যালার্ম ঘড়ি?
রাত পোহালে কাজের ধুম
কে ভাঙাবে আমার ঘুম?
উঠব আমি তড়িঘড়ি
কোথায় পাব এ্যালার্ম ঘড়ি?
আছে, আছে, ঘরের কাছে
বট গাছে আর অশথ গাছে।
সবার আগে একটা ডাকে
একটিবার পাতার ফাঁকে।
অমনি শুরু সবার ডাকা
কা কাআ কা, কা কাআ কা।
জেগে দেখি ভোরের আলো
আর যা দেখি কালো কালো।
নাইকো আমার কানাকড়ি
আছে তবু এ্যালার্ম ঘড়ি।

বিয়ের ছড়া

ডায়ানামতী ভাগ্যবতী
আজ ডায়ানার বিয়ে
ডায়ানা যাবেন শ্বশুরবাড়ী
রাজপুত্তুর নিয়ে।
রাজপুত্তুর রাজা হবেন
কোনদিন কী জানি।
রাজপুত্তুর রাজা হলে
ডায়ানা হবেন রাণী।

রণ-পা

হাইলে হুপি! হাইলে হুপি!
বলছি শোন চুপি চুপি।

মন লাগে না লেখাপড়ায়
মন উড়ে যায় রণ-পা চড়ায়।

রণ-পা চড়ি খেলার মাঠে
রণ-পা চড়ি পথে ঘাটে।

রণ-পা চড়ি দিনের আলোয়
রণ-পা চড়ি রাতের কালোয়।

তাকায় লোকে, ডাকাত নাকি?
চেঁচিয়ে করে ডাকাডাকি।

দৌড়ে কি কেউ ধরতে পারে
ছাড়িয়ে যাই মোটর কারে।

সেই যে আমার রণ-পা জোড়া
সেই তো আমার রেসের ঘোড়া।

শোবার আগে খাটের তলে
অশ্ব রাখি আস্তাবলে।

সকালবেলা জেগে দেখি

অশ্ব কই! ব্যাপার এ কী!

ধমক লাগান ছোটকাকা
চলবে নাকো রণ-পা রাখা।

পুলিশ এসে নিত্য সুধায়,
চোরাই মাল আছে কোথায়?

চোর নাকি রে! ডাকাত নাকি!
পড়বে হাতে হাতকড়া কি!

হাইলে হুপি! হাইলে হুপি!
বলছি শোন চুপি চুপি।

ক্ষান্ত হয়ে রণ-পা চড়ায়
মন দিয়েছি লেখাপড়ায়।
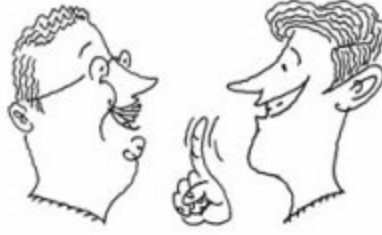
বরযাত্রী

বিয়েতে যাবি?
একশো বার।
ফিস্টি খাবি?
একশো বার।
খাস্তা লুচি?
একশো বার।
আলুর কুচি?
একশো বার।
ভেটকি ফ্রাই?
একশো বার।
সসও চাই?
একশো বার।
মাছের ঝোল?
একশো বার।
মটন রোল?
একশো বার।
ঘি পোলাও?
একশো বার।
আচার চাও?
একশো বার।
চাটনি পাঁপড়?
একশো বার।
দই তারপর?
একশো বার।
ক্ষীর সন্দেশ?

একশো বার।
তালের পায়েস?
একশো বার।
সোনপাপড়ি?
একশো বার।
সর রাবড়ি?
একশো বার।
চন্দ্রপুলি?
একশো বার।
হজমী গুলি?
নো নেভার।
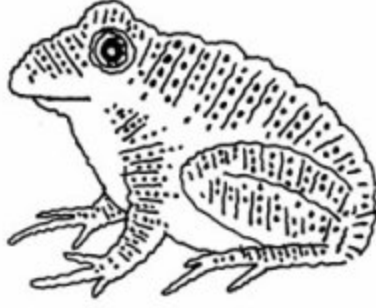
ব্যাঙের ডাক

ব্যাঙ
আর ডাকে না ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর
ঘ্যাঙ।
শুনছি নাকি কোম্পানী
করছে ব্যাঙ রপ্তানী
ফরাসীরা খাচ্ছে ব্যাঙের
ঠ্যাং।
বর্ষা এল বর্ষা গেল
ব্যাঙ
থাকত যদি ডাকত দূরে
রাত্রি জুড়ে একই সুরে
সবাই মিলে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর
ঘ্যাঙ।
ব্যাঙকে বাঁচাও
নইলে, ভায়া, শক্ত হবে
তোমার বাঁচাও।
ধানের ক্ষেতে লাগবে যখন
কীট পতং
ব্যাঙই হবে কীটনাশক
জবরজং।
ব্যাঙধরাদের ফন্দী থেকে
ব্যাঙকে রাখো
যাকে রাখো সেই রাখে

ভুলো নাকো।

মিষ্টি দাঁত

এলিজাবেথ গ্রেট ছিলেন
সব রকমে ভালো
মিষ্টি দাঁতের জন্যে তাঁর
দাঁতগুলি হয় কালো।

আমেরিকার মুক্তিদাতা
জর্জ ওয়াশিংটন
মিষ্টি দাঁতের জন্যে তাঁর
দাঁতের উত্তোলন।

বড়ো বড়ো রাষ্ট্রপতি
সেনাপতি যাঁরা
মিষ্টি দাঁতের জন্যে কাবু
দাঁতের রোগে তাঁরা।

আমার তবে দোষ কী, বলো,
তোমার কীই-বা দোষ!
দাঁতের মায়া কাটিয়ে, এস,
মিষ্টি খাই রোজ।

কাকের ডাক

কাক রে
গলা ছেড়ে ডাক রে।
ডাক শুনে তোর ঘুম ভেঙে যাক
রাত্তির পোহাক রে।
কাক রে
জোরে জোরে ডাক রে।
ডাক চলে যাক আকাশপানে
দরোজা হোক ফাঁক রে।
দেখা দেবেন সুয্যিঠাকুর
বাজবে ভোরের শাঁখ রে।

কিশোর বিজ্ঞানী

এক যে ছিল কিশোর, তার
মন লাগে না খেলায়
ছুটি পেলেই যায় সেছুটে
সমুদ্দুরের বেলায়।

সেখানে সেবেড়ায় হেঁটে
এধার থেকে ওধার
বাড়ী ফেরার নাম করে না
হোক না যত আঁধার।

কুড়িয়ে তোলে নানা রঙের
নকশা আঁকা ঝিনুক
এক একটি রতন যেন
নাই বা কেউ চিনুক।

বড়ো হয়ে ঝিনুক কুড়োয়
জ্ঞানের সাগরবেলায়।
ঝিনুক তো নয়, বিদ্যা রতন
মাড়িয়ে না যায় হেলায়।

বৃদ্ধ এখন, সুধায় লোকে
"কী আপনার বাণী।"
বলে গেছেন যা নিউটন,
পরম বিজ্ঞানী—

"অনন্তপার জ্ঞান পারাবার
রত্নভরা পুরী
তারই বেলায় কুড়িয়ে গেলেম
কয়েক মুঠি নুড়ি।"

পায়রা

পায়রা করে বকম বকম
দেখে ওদের রকম সকম
ইচ্ছে করে পুষি।
পায়রা এনে পুষতে গেলে
কিন্তু যদি খেয়ে ফেলে
ও বাড়ীর ওই পুষি!
পায়রা থাকে কার্নিশেতে
কেউ পারে না সেথায় যেতে
দিক না যতই লম্ফ
কেউ বাঁচাতে পারবে নাকো
ঘরের ভেতর যদি রাখো
বেড়াল দিলে ঝম্প।

ভারতমাতার উক্তি

রাকেশ রাকেশ করে মায়
রাকেশ গেল কাদের নায়
তিনটা লোকে দাঁড় বায়
অকূল পারাবারে।
নীল আকাশে আরেক তারা
ওই তারাতে আছে কারা
রাকেশ ও তার সঙ্গী যারা
মহাশূন্য পারে?
ওদের চোখে এই ধরণী
দেখায় নাকি নীল বরণী
যেন এক নীলকান্তমণি
মহাশূন্যে ভাসে।
রাকেশ রাকেশ করে মায়
রাকেশ রে, তুই ঘরে আয়
আবার সেই উড়ন নায়
রাকেশ ফিরে আসে।
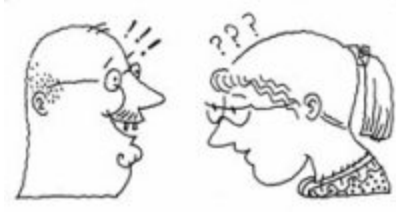
দাদু ও নাতনি

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
তোমরা তখন করছিলে কী
ভাঙল যখন বঙ্গ?

দিদি, আমরা তখন করতেছিলুম
ভা'য়ে ভা'য়ে দঙ্গ
আপন যদি পর হয়ে যায়
ঘর হয়ে যায় ভঙ্গ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
দঙ্গ কেন করতে গেলে
কাটতে দিলে অঙ্গ?

দিদি, আস্ত কেক খাবে বলে
পণ করেছে কঙ্গ
লীগ বলেছে, কাটতে হবে,
নইলে হবে জঙ্গ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
ইঙ্গ ছিল রাজা, সেকি
বাধতে দিত জঙ্গ?

দিদি, রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছে যে তার

অন্যরকম ঢঙ্গ।
দুই শরিকের খাঁই মেটাতে
রাজ্য হলো ভঙ্গ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ!
তাই যদি হয় তবে কেন
লড়লে রাজার সঙ্গ?

দিদি, স্বপ্ন ছিল আমরা পাব
সিন্ধু থেকে গঙ্গ
সিন্ধু গেছে গঙ্গা আছে
স্বপ্ন হলো ভঙ্গ।

১৯৮৬

তিন পুরুষ

এক যে ছিল উপেন্দর
গল্প বলার যাদুকর।
তার যে ছেলে সুকুমার
ছড়ার সেরা রূপকার।
তার যে ছেলে সত্যজিৎ
চলচ্চিত্রে সর্বজিৎ।
তুলনা নাই অন্য
তিন পুরুষই ধন্য।

মঙ্গলের বার্তা

মঙ্গলের বার্তা শুনে
জাগছে কৌতূহল
সেই গ্রহেও নদী ছিল
নদীর বুকে জল!
নদীর কূলে গাছ গাছালি
গাছের ডালে ফল
নদীর পাড়ের জমিতেও
জন্মাত ফসল!
ফসল যদি পাকে তবে
ফসল খাবে কে?
মানুষ না হোক অন্য প্রাণী
হবেই হবে সে!
কোত্থেকে এক বন্যা এল
কে জানে সেকবে
ভাসিয়ে দিল ডুবিয়ে দিল
মুছিয়ে দিল সবে!
সূর্য তাপে শুকিয়ে গেল
যেখানে জল যত
মঙ্গলের দশা হলো
মরুভূমির মতো!

১৯৯৭

বৈশাখী বন্যা

বৈশাখেতে বান এসেছে
গাঁ ভাসছে জলে
গাঁয়ের যত ছেলে বুড়ো
মাছ ধরতে চলে।

কী মজা রে মাছ ধরতে
ডুব জলে জাল পেতে
বাড়ির কাছে মাঠের মাঝে
সুফলা ধানক্ষেতে।

কারো ভাগ্যে কাতলা পড়ে
কারো ভাগ্যে রুই
ভাগ্যে কারো চিতল আর
রাঘব বোয়াল দুই।

আসুক না বান ভাসুক না গ্রাম
মাছ তো পাব মাগনা
ধান না হলে খাব কী
ওসব কথা থাক না।

তিনটি ছেলে

ওই ছেলেটা দস্যি ছিল
আমার নাকে নস্যি দিল
হাঁচি, কেবল হাঁচি
হাঁচি নিয়ে বাঁচি।
এই ছেলেটা শিষ্ট ছিল
কথাগুলি মিষ্ট ছিল
হাসি, কেবল হাসি
হাসতে ভালোবাসি।
সেই ছেলেটার বুদ্ধি ছিল
পড়াশোনায় প্রাইজ নিল
তার সাথে কি পারি?
হারি, কেবল হারি।

১৯৯৮

ক্লেরিহিউ

আচার্য জগদীশ বসু
উদভিদকে বলেছেন পশু।
নতুন কথা এমন কী
অবাক হওয়াই আশ্চয্যি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিংবা পেরু না
সেইখানেই তো করুণা।

শরৎচন্দ্র চাটুয্যে
মৌন আছেন মাধুর্যে।
সৃষ্টি এখন সবাক তাঁর
মঞ্চ পর্দা বেবাক তাঁর।
পন্ডিত জবাহরলাল
নীলকে করবেন লাল।
তা শুনে ভাবে যত নীল
কান যে নিয়ে যায় চিল।

শ্রীমান সমরেশ সেন
পড়েছি যা লিখেছেন।
মনে হয় সমরেশ সেন
লিখেছেন যা পড়েছেন।

শ্রীমতী অনামিকা দে
কেমন মধুর নাচে সে।
সব ক'টি ভালো ভালো মে'
সকলের হয়ে গেছে বে'।

১৯৩৭

রূথলেস রাইম

ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন
শ্রীহারাধন কারফর্মা
ছাপতে গিয়ে দেখা গেল
লেখা হলো চার ফর্মা।
সম্পাদক শ্রীসেনশর্মা
চালিয়ে দিলেন করাৎ
লেখা হলো চার পৃষ্ঠা
পাঠক, তোমার বরাত।
হঠাৎ বনল ফেমিনিস্ট
ও পাড়ার ওই বিশে
পিসীকে ডাকল পিসে।
খবর পেয়ে গেলেন ক্ষেপে
চন্ডীচরণ চাকী
কাকাকে ডাকলেন কাকী।

১৯৩৭

এপিটাফ

আমার যদি এপিটাফ লিখতে হয়
তবে লিখো—
লোকটা ছিল তরুণ
শেষ নি:শ্বাসে
শেষ হিককায়
শেষ ধুকধুকে
তরুণ।
ফুর্তি করতে ভালোবাসত
ভালোবাসত ফুর্তি করে
ফুর্তি করে কাজ করত
ফুর্তির ছল পেলে বর্তে যেত।
তেমন ছল
মিলত কিন্তু তার বরাতে
ভাগ্যক্রমের পক্ষপাতে
তাই তার আপসোস ছিল না।

১৯৩৮

পণ

করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
স্যাকরা ডেকে দেখব নিজে
আসল কিংবা কমদরী।
সোনায় হবে সোহাগা যে
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
তোমরা সবে শুধাও তবে—
আমিই বা কোন কার্তিক!
প্রশ্ন শুনে কোথায় যাব
বন্ধ দেখি চারদিক।
মানতে হলো দরকারটা
উভয়তই আর্থিক।
স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর
মাইনের নাম কার্তিক।

১৯৪২

হিতোপদেশ

খুড়ো হে খুড়ো গর্ত খুঁড়ো
গর্তে ঢুকে গপপ জুড়ো।
সঙ্গে রেখো নস্যি গুঁড়ো
হঠাৎ হাঁচির কামান ছুঁড়ো।
খুড়ি গো খুড়ি হামাগুড়ি
খাটের তলায় লেপের মুড়ি।
সঙ্গে রেখো টাকাকড়ি
নইলে কখন যাবে চুরি।

১৯৪২

রামরাজ্যবাদীর বিলাপ

এতদিন যে নাচতেছিলেম
তাক ধিনা ধিন ধিন্না
বাড়া ভাতে ছাই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।

বনে যাবেন শ্রীদশরথ
রাজা হবেন রামজী।
কৈকেয়ী সেকোথায় ছিল
দিল এসে ভাঙচি।

দশরথ তো রয়েই গেলেন
সোনার সিংহাসনে
শ্রীরামকে যেতে হলো
দন্ডক কাননে।

শোন রে ও ভাই রাশিয়ান রে
শোন রে ও ভাই চীন্না
পাকা ধানে মই দিল রে
কায়দে আজম জিন্না।

সিমলার বৈঠক, ১৯৪৫

হর্ষবাবুর হর্ষ

কোথায় চায়ের কেটলীরে
মন্ত্রী হলেন এটলী রে!
কোথায় আগুন?
চুলোয় আগুন।
কোথায় জল?
কুয়োয় জল।
কোথায় চা?
দোকানে চা।
কোথায় চিনি?
রেশনে চিনি।
কোথায় দুধ?
বাথানে দুধ।
যা ঝটপট ধাঁ চটপট
লে আও চিনি লে আও চা
ধরাও আগুন তোলাও জল
চাপাও চায়ের কেটলী রে
ভারতসখা এটলী রে!
কত জল?
ছ' কাপ জল।
কত চা?
ছ' চামচা।
কত চিনি?
ছ' চামচিনি।
কত দুধ?

আধ পো দুধ।
নামাও চায়ের কেটলী রে
মুক্তিদাতা এটলী রে!

১৯৪৫

সাত ভাই চম্পা

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক
চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী
সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত
ঘোষ বোস আর বানরজী।
গবরমেণ্টো এঁরাই চালান রায় বাহাদুর রাও সাহেব
এঁরাই আবার কঙ্গরসে গর্জে ওঠেন, "যাও সাহেব।"
জেলখানাতে বন্দী এঁরা, এঁরাই আবার মিনিস্টর
ফাঁসি কাঠে এঁরাই ঝোলেন, এঁরাই নাকি গুপ্তচর।
সি এফ এফ চ্যাটারজী
এম এম এম মুকারজী...
জমিদারের পিসতুতো ভাই মহাজনের মাসতুতো
এঁরাই আবার কিষাণ সভায় চাষীর হলেন চাষতুতো।
মিল মালিকের প্রিয় শ্যালক মজুতদারের ভগ্নীপৎ
মজুর দলে এঁরা আবার রক্তরাঙা অগ্নিবৎ।
চটি ফট ফট চটরস্কি
মুখ মক মক মুখরস্কি...
চোরা বাজার এঁদের চেনা, চোর তো এঁদের ভায়রা ভাই
এঁরাই তবু সম্পাদকী কাঁদুনী গান, "হায় রে হায়!"
এঁরাই নীলাম করেন জমি, এঁরাই খরিদ করেন ধান
এঁরাই খোলেন লঙরখানা— গোরু মেরে জুতো দান।
চটি ফট ফট চাটুয্যে
মুখ মক মক মুখুয্যে...
থাকলে বেঁচে দেখবে তুমি বিপ্লবেরি পরের দিন
কুলীন কুলের মুখ্য যেই চম্পাদেশের সেই লেনিন।
বর্তে যদি থাকতে পারো মর্ত্যে আরো কয়েক দিন
দেখবে তেনার জামাই দুটি কোলচাক আর ডেনিকিন।
চটি ফট ফট চটরজী
মুখ মক মক মুখরজী...

১৯৪৫

নজরুল

ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো
নজরুল।
এই ভুলটুকু
বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে
একজন আছে
দুর্গতি তার
ঘুচে যাক।

১৯৪৯

কাজী থেকে পাজি

কাজী
সকল কথায় হাঁ-জী।
হাঁ-জী! হাঁ-জী! হাঁ-জী!
দরদালানে থাকেন তিনি
বাদশা বেজায় রাজী।
একদিন সেই কাজী
বলে বসলেন, না-জী।
যাবেন কোথা, এক নিমেষে
অমনি হলেন পাজি।
পাজি! পাজি! পাজি!
মনের দুঃখে বনে গেলেন
কাজী!

১৯৪৯

গিন্নী বলেন

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি
সকলের মূলে কমিউনিস্টি।
মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি
গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্টি।
পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি
তলে তলে কেটা? কমিউনিস্টি।
কোথা হতে এলো যত পাপিষ্ঠি
নিয়ে এলো প্লেগ কমিউনিস্টি।
গেল সংস্কৃতি গেল যে কৃষ্টি
ছেলেরা বনলো কমিউনিস্টি।
মেয়েরাও ওতে পায় কী মিষ্টি
সেধে গুলী খায় কমিউনিস্টি।
যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি
সেদিকেই দেখি কমিউনিস্টি।
তাই বসে বসে করছি লিস্টি
এ পাড়ার কে কে কমিউনিস্টি।

১৯৪৯

কোথায় যাই?

আই লো আই
কোথায় যাই
কোথায় গেলে
শান্তি পাই?
বাঙাল দেশে
শান্তি নাই।

আসাম গিয়ে
সেথায় দেখি
কপালে মোর
লিখল এ কী!
কুমীর হলো
ঘরের ঢেঁকি।

বেহার গিয়ে
মনে ভাবি
পুরুলিয়ায়
আছে দাবি!
বললে, গয়ায়
পিন্ডি খাবি।

তখন গেলাম

জগন্নাথ
দিলেক খেতে
পান্তা ভাত।
কেউ মানে না
জাত পাত।

তাই তো হলো
খেয়ালটা
এলেম চলে
শেয়ালদা।
চিঁড়ে গুড়
দিচ্ছে, খা।

১৯৫০

বঙ্গদর্শন

এক গালে তোর চুন, ও ভাই
আরেক গালে কালি।
এমন করে কে সাজালো
ডান গালী বাঁ গালী।
ডান গালী বাঁ গালী ওরে
ডাঙ্গালী বাঙ্গালী।
এমন করে কে বানালো
ভিক্ষার কাঙ্গালী।
কে মেরেছে কে ধরেছে
কে দিয়েছে গালি।
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করে
সংসার হাসালি।

১৯৫০

ঢাকার কারবালা

প্রাণ দিল যারা ভাষার জন্যে
জয় কি হবে না তাদের?
জয় তো তাদের হয়েই রয়েছে
জনতা পক্ষে যাদের।

১৯৫২

শব্দী

জব্দিবে কে শব্দীকে?
শব্দ যে যায় সব দিকে।
যতই আসুক দুঃসময়
শব্দ যে যায় বিশ্বময়।
যতই ঘটুক ভোগান্তি
শব্দ যে যায় যুগান্তে।
স্তব্ধ করো শব্দীকে
শব্দ যাবে সব দিকে
আর
পার হবে শতাব্দীকে।

১৯৬১

পরামর্শ

চাল কম খান
লাল গম খান।
চাল কম খান
শালগম খান।
চাল কম খান
আলু দম খান।
চাল কম খান
চমচম খান।

১৯৬৩

কলিযুগ পূর্ণ হলে

‘‘কলিযুগ পূর্ণ হলে
আসবে ফিরে সত্য’’,
বলেছিলেন বড়কাকা,
‘‘একথা নয় সত্য
কলিযুগ পূর্ণ হলে
আসবে ফিরে দ্বাপর
দ্বাপরশেষে ত্রেতাযুগ
সত্যযুগ তা’ পর।’’
তখন আমি ভেবেছিলুম
তত্ত্বটা আজগুবী
এখন দেখি লক্ষণটা
যাচ্ছে মিলে খুবই।
কাগজখানা হাতে নিয়ে,
মেলি আমার নেত্র
কোথাও দেখি মুষলপর্ব
কোথাও কুরুক্ষেত্র।

মনোপলি

আংরেজীকে হটিয়ে দিলুম
এইবারে তোর পালা।
পালা, ওরে পালা।
তা নইলে লঙ্কাদহন
ল্যাজের আগুন জ্বালা।
উর্দূ নিপাত পালা।

উর্দূ যখন হটবে তখন
থাকবে কে কে বাকী?
ভাগিয়ে দেব নাকি?
বাংলা তামিল মালয়ালম
কেউ রবে না বাকী।
আমিই একাকী।
দেশকে স্বাধীন করার বেলা
সবার পড়ে ডাক।
কোথায় থাকে জাঁক!
ভোগের বেলা আমিই একা
আর কারো নেই ভাগ।
ভাগ রে, তোরা ভাগ!

তবু রঙ্গে ভরা

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা
মাথা থেকে পা অবধি শরিকী ঝগড়া।
কাটাকাটি বেধে যায় জিবে আর দাঁতে
হাতাহাতি অহরহ এ হাতে ও হাতে।
আরে ভাই, তোল হাই, নারদ নারদ!
আর কিছুদিন বাদে পাগলা গারদ!

সরস্বতী

সরস্বতী পূজলে পর
লক্ষ্মী এসে দেবেন বর।
তাই তো শুধি বাণীর ঋণ
বৎসরেতে একটা দিন।
পরের দিনই বিসর্জন
বাকী বছর বিস্মরণ।

বঙ্গবন্ধু

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার,
শেখ মুজিবুর রহমান!
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়,
জয় মুজিবুর রহমান!

১৯৭১

লোডশেডিং

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
লোডশেডিং থামাতে পারো
যাব তোমার সঙ্গ।
লোডশেডিং থামে যখন
অ্যাটম বানায় দেশে
অ্যাটম থেকে ইলেকট্রিক
আলো জ্বালায় শেষে।
কন্যে, আলো জ্বালায় শেষে।

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
আলো যেদিন জ্বলবে সেদিন
যাব তোমার সঙ্গ।
এই তো সবে টেস্ট শুরু
অ্যাটম হবে দেশে
আলো জ্বালার আগে তোমার
পাক ধরবে কেশে।
কন্যে, পাক ধরবে কেশে।

যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
অন্ধকারে কেমন করে
যাব তোমার সঙ্গ?
অন্ধকারে সবাই চড়ে
মোটরবাইক স্কুটার
রাস্তা খোঁড়া চতুর্দিকে
পাতালপানে ছুটার।
কন্যে, পাতালপানে ছুটার।
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
পাতালপানে কেমন করে
যাব তোমার সঙ্গ?

পাতালপানে যাচ্ছে সবাই
আকাশপানে চেয়ে
তুমিই শুধু যাবে নাকো
তুমি কেমন মেয়ে?
কন্যে, তুমি কেমন মেয়ে?

১৯৭৪
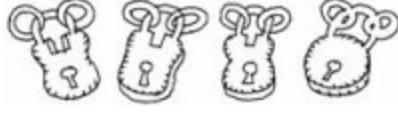
হচ্ছে হবের দেশে

সব পেয়েছির দেশে নয়
হচ্ছে হবের দেশে
কাঁঠাল গাছে আম ধরেছে
খাবে সবাই শেষে।

দুধের বাছা, কাঁদো কেন
হচ্ছে হবের দেশে
গোরুর বাঁটে মদ নেমেছে
খাবে সবাই হেসে।

হাত পা কেউ নাড়বে নাকো
হচ্ছে হবের দেশে
ফাইল জমে পাহাড় হলে
প্ল্যানগুলো যায় ফেঁসে।

কারখানাতে ঝুলছে তালা
হচ্ছে হবের দেশে
মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে
বক্তৃতা দেয় ঠেসে।

মনের কথা লুকিয়ে রাখে
হচ্ছে হবের দেশে
সবাই ভাবে পেয়ে যাবে
সব কিছু অক্লেশে!

লক্ষ্মী সোনা, ভয় পেয়ো না
হচ্ছে হবের দেশে
হাজারটা দল বাজায় মাদল

বিপ্লবীর বেশে।

১৯৭৩

শতরঞ্জকে খিলাড়ি

তোমরা কি কেউ বলতে পারো
এই নাটকের ভিলেন কে?
কৌরবে আর পান্ডবে এই
রণ বাধিয়ে দিলেন কে?
তিনি কি এক নারায়ণ?
নারায়ণ তো এক নন,
বলতে পারো কোন জন?
এর পেছনে ছিলেন কে?
তবে কি সেরাজদুলাল
নামটি নাকি শান্তিলাল?
এমন সুতের জনক যিনি
তাঁকেই মেনে নিলেন কে?
ট্র্যাজেডী তো ঘনিয়ে আসে
এখন তাকে থামায় কে?
দূতিয়ালি আর কতকাল
কুৎসার ভূত নামায় কে?

শুনছি তাঁরা চারজনা!
কোরো আমায় মার্জনা,
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
পাঞ্চজন্য বাজায় কে?

কৃষ্ণ আছেন, কৃষ্ণা আছেন
কে যে কখন কাকে নাশেন
এই ট্র্যাজেডীর কী যে মানে
বুঝিয়ে দেবে আমায় কে?

১৯৭৮

বাঘের পিঠে

বাঘের পিঠে চড়েন যিনি
কেমন করে নামেন তিনি?
পিঠের থেকে নামেন যিনি
বাঘের মুখে পড়েন তিনি।

বারো রাজপুতের বারোমাস্যা

বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি
রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি।
কেউ করে না রাজ্যত্যাগ
তবে কি ফের রাজ্য ভাগ?
রাজ্য ভাগ আবার নয়
বর্ষ ভাগ এবার হয়।
বারো মাসে বারো রাজা
প্রত্যেকেরই ভাগে খাজা।
বৈশাখটা মোরারজীর
তিনিই তখন বড়ো উজীর।
জ্যৈষ্ঠমাসে চরণ সিং
উজীর কেন, তিনিই কিং।
আষাঢ়ে জগজীবন রাম
রামরাজ্যে তিনিই রাম।
শ্রাবণমাসে শ্রী চৌহান
শিবাজীরই সুসন্তান।
ভাদ্রমাসটা বাজপেয়ীজীর
বিশ্বময় চরকিবাজির।
আশ্বিনে রাজনারায়ণ
করেন গদি আরোহণ।
কার্তিকেতে ফার্নাণ্ডিজ
ধর্মঘটের বোনেন বীজ।
অঘ্রানেতে ভূপেশ গুপ্ত
ধনিকবংশ করেন লুপ্ত।

লিমায়ের পৌষমাস
বিড়লা টাটার সর্বনাশ।
মাঘে নমবুদিরিপাদ
বিপ্লবের বজ্রনাদ।
ফালগুনে সিকন্দর বখত
হিন্দু মুসলমানের রক্ত।
চৈত্রমাসটা ইন্দিরারই
এমারজেন্সী আবার জারি?

১৯৭৯

শুনহ ভোটার ভাই

শুনহ ভোটার ভাই,
সবার উপরে আমিই সত্য
আমার উপরে নাই।
আমাকেই যদি ভোট দাও আর
আমি যদি হই রাজা
তোমার ভাগ্যে নিত্য ভোগ্য
মৎস্য মাংস খাজা।
শুনবে আমার নাম?
আমি টুইডেলডাম।
শুনহ ভোটার ভাই,
সবার উপরে আমিই সত্য
আমার উপরে নাই।
আমাকেই যদি ভোট দাও আর
আমি যদি হই রাজা
সাত খুন আমি মাপ করে দেব
তোমার হবে না সাজা।
নামটি আমার কী?
আমি টুইডেলডী!

১৯৭৯

ভঙ্গ রস

একের পিঠে শূন্য ছিল
বিদায় নিল এক
বাকী তবে কী রইল
দিল্লী গিয়ে দ্যাখ।
হ্যামলেটহীন রঙ্গরস
যেমনতর ক্ষুণ্ণ
ইন্দিরাহীন কঙ্গরস
তেমনি ধারা শূন্য।

১৯৭৮

একুশে ফেব্রুয়ারী

বাদশা হুজুর
খাঞ্জা খান
নবাব হুজুর
গাঞ্জা খান
দুই জনাতে যুক্তি করে
জারি করেন এই বিধান—
এখন থেকে প্রজারা সব
ময়না তোতার হোক সমান।
নতুন জবান শিখুক ওরা
ভুলুক ওদের নিজ জবান।
মুখের মতো জবাব দিল
কয়েক জনা নওজওয়ান
মানুষ ওরা, নয়কো পাখী
বলবে নাকো নয়া জবান।
গুলীর মুখে দাঁড়ায় রুখে
অকাতরে হারায় জান
রক্তে রাঙা মাটির পরে
ওড়ে ওদের জয় নিশান।

১৯৭৪

বিদ্রোহী রণক্লান্ত

একদা যে ছিল অখ্যাত এক
ফৌজী হাবিলদার
সম্মানে তার কামান গর্জে
একবিংশতিবার।
গতপ্রাণ বীর পাশে নত শির
রাষ্ট্রাধিপতির!
স্বাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধা
রথী ও মহারথীর!
রণবাজা বাজে ঘন ঘন তাকে
জানাতে শেষ বিদায়
প্রার্থনারত লক্ষ লক্ষ
জন তার জানাজায়।
আহা!
অন্তর ভরে হা হা!
হায় কী বেদন! হায় কী রোদন!
সন্তান অভাগার।
পিতার কবরে একমুঠো মাটি
দেওয়া হলো নাকো আর।
কেউ ভাবল না ইতিহাসে ফের
ভুল হয়ে গেল বিলকুল
এতকাল পরে ধর্মের নামে
ভাগ হয়ে গেল নজরুল।

১৯৭৭
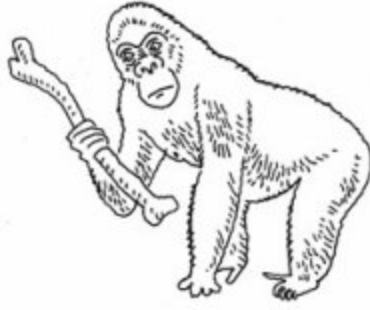
বুলেট যার ব্যালট তার

জোর যার মুলুক তার
মুলুক যার ভোট তার।
ভোট যার গদী তার
গদী যার জোট তার।
এই কথাটি জেনো সার
বুলেট যার ব্যালট তার।

১৯৭৮

নিউট্রন বোম

গরিলা এক কুড়িয়ে পায়
জিরাফের এক হাড়
সেই হাড়ে সেগুঁড়ায় মাথা
আরেক গরিলার।
কোটি কোটি বছর গেছে
সেই ঘটনার পরে
বনমানুষের জ্ঞাতি মানুষ
শহরে বাস করে।
সভ্য এখন বন্য স্বভাব
বিবর্তনের ক্রমে
সেই হাড়েরই বিবর্তন
নিউট্রন বোমে।

লটারি

গা জ্বলে যায় যা শুনে
কী হবে তোর তা শুনে?
বল না, সখি, গঙ্গাজল
কী হয়েছে, খুলে বল।
দেয় না কাপড়, দেয় না ভাত
ঠুঁটো আমার জগন্নাথ
জিতলে পরে লটারি
কিনে দেবে মশারি।

১৯৭৮

নাক ডাকা

গিন্নী বলেন কর্তাকে,
তোমার কেন নাক ডাকে।
কর্তা বলেন, রাম! রাম!
নাক ডাকলে শুনতাম।

মাছের বাজারে ব্যাঙ

ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
মাছের বাজারে ব্যাঙ।
কে খাবে রে কে খাবে রে
সোনা ব্যাঙের ঠ্যাং?

না খাবে তো খাবে কী?
এ বাজারে পাবে কী?
আকাশছোঁয়া দর যেখানে
সস্তা পাওয়া যাবে কী?

ফরাসী খায় প্যারিসে
রসিকজনের প্যারী সে।
ফরাসী নাম দিয়ে দেখো
কেমন মনোহারী সে।

ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
মাছের বাজারে ব্যাঙ।
তাও একদিন উধাও হবে
কোলাব্যাঙের ঠ্যাং।

ঘটকালি

ঘটক ঘটক ঘটকালি
ঘটক রে, ঘাড় মটকালি।
এ যে দেখি বুড়ো বর
ব্যোম বাবা মহেশ্বর।
ঘটক বলে, বিনা পণে
আর কে নেবে বিয়ের কনে।
কোথায় পাব তেমন ছেলে
অমনি কি আর পাত্র মেলে?
শোন আমার পষ্ট জবাব
ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?

নতুন ধাঁধা

ঝোলেও আছেন ঝালেও আছেন
অম্বলেও
খুঁজলে তাঁকে হয়তো পাবে
চম্বলেও।
যেথায় যেমন সেথায় তেমন
যখন যেমন তখন তেমন
নেই অরুচি হয়তো লোটা
কম্বলেও।

ক্যানিউট ও সমুদ্র

অমাত্যরা বললেন, রাজা ক্যানিউট,
সমুদ্রও হুজুরকে করে স্যালিউট।
হুজুরের হুকুমৎ মানবে যে-কেউ
আজ্ঞা দিলে হটে যাবে সাগরের ঢেউ।
আসন পাতেন রাজা জলের কিনারে
দেখা যাক ঢেউ তাঁর কী করতে পারে।
গর্জে ওঠেন তিনি, ঢেউ, হট যাও!
হটতে হটতে ঢেউ সত্যি উধাও।
তার পরে আরো জোরে আছড়িয়ে পড়ে
দূর থেকে পারাবার গর্জন করে।
কোথা হে অমাত্যগণ, কোথায় তোমরা!
চোঁ চা দৌড় দেন ভয়ে আধমরা।
রাজার আসন ডোবে, রাজার শাসন
দেখা গেল নয়কো তা জগৎ ত্রাসন।

চালাকি

চালাকির দ্বারা হয় না মহৎ কর্ম
মেশাতে চেয়ো না রাজনীতি আর ধর্ম।
ভোটের যুদ্ধে জিতলেও তুমি মসনদ
দেখবে সেখানে ফাঁকি দিয়ে বসা কী আপদ।
যারাই ওঠাবে তারাই নামাবে ভোট দিয়ে
ভূত নেমে যাবে দলটার ঘাড় মটকিয়ে।
লোকের সেবায় কর কিছু ত্যাগ কর্ম
ত্যাগ দিয়ে তুমি জয় করে নাও মর্ম।
ত্যাগের পুণ্য এনে দিতে পারে রাজপদ
রাজনীতিকের ত্যাগই পরম সম্পদ।

ওষুধ

এই ভারতের বন বাদাড়ে ওষুধ আছে কত
সেসব নিয়ে হও না কেন গবেষণারত।
যাও না কেন হিমাচলে বা অরুণাচলে
যাও না কেন কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চলে।
তরুলতা শিকড়বাকড়, হরেক রকম জীব
তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয় শিব।
ন্যায্য দরে দেয় না ওষুধ বিদেশী কোম্পানি
বেশ তো, তুমি কমিয়ে দাও ওষুধ আমদানি।
প্রকৃতির ভান্ডারেই মজুত জবাব
খুঁজে পেতে নাও যদি তো রবে না অভাব।

ধন্বন্তরি

যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে
যে মারে সেমরে
ধন্বন্তরি বলি তাকে
আরোগ্য যে করে।

সবুজের অন্তর্ধান

ওরে অবুঝ,
কলকাতাকে করবি কি তুই
নি:সবুজ?
পার্ক ছিল, হলো বাজার
পুকুর ছিল, হলো পাচার
কোথায় গাছ?
কোথায় মাছ?
দিকে দিকে দালান ওঠে
হরপ্পার দোসর জোটে
পরিণাম তো তেমনি হবে
নেই কি হুঁশ,
নিরঙ্কুশ?
ওরে অবুঝ,
কলকাতাকে করতে হবে
চির সবুজ।
থাকবে কত গাছগাছালি
থাকবে কত পাখপাখালি
শত পুকুর
টইটম্বুর
খোলা আকাশ মেলা বাতাস
মখমলের মতন ঘাস
বাঁচবে মানুষ নাচবে মানুষ
ঊর্ধ্বভুজ
ওরে অবুঝ।

তরুহীন মরু

গাছগাছালি ছিল কত
কোথায় গেল
বহুতল বাড়ীর মেলায়
গাছগাছালি হারা।
পাখপাখালি ছিল কত
কোথায় গেল তারা
গাছ বিনা কে বাঁধে বাসা?
তারাও দেশছাড়া।
নির্মল বাতাস ছিল
কোথায় গেল সেবা
বৃক্ষ বিনা দূষণ রোধ
করতে পারে কেবা।
পার্কগুলো নীলাম করে
পুকুর করে ভরাট
আমরা দিয়ে যাচ্ছি, ভায়া,
শ্বাসকষ্টের বরাত।

লেনিন মূর্তি

লেনিন মূর্তি না বাঁচে তো
গান্ধীও কি বাঁচবে
গান্ধীমূর্তি ধ্বংস করে
নাচবে ওরা নাচবে।
গান্ধী মূর্তি না বাঁচে তো
সুভাষও কি বাঁচবে
সুভাষ মূর্তি চূর্ণ করে
নাচবে ওরা নাচবে।

ধন্য নগর

রাতের বেলা লোডশেডিং
দিনের বেলা ট্রাফিক জাম
এই নিয়ে কলকাতায় আছি
কী আরাম! কী আরাম!
টেলিফোন কয় না কথা
বারোমাসই ব্যায়রাম
এই নিয়ে কলকাতায় আছি
কী আরাম! কী আরাম!
টিউবওয়েল দেয় না জল
মেরামতি অবিরাম।
এই নিয়ে কলকাতায় আছি
কী আরাম! কী আরাম!

অটোগ্রাফ

॥আত্মীয়েরা॥
আত্মীয়েরা আছে আমার
দেশে দেশে
ছড়ানো।
দেখে গেলাম, সুধারসে
নয়ন হলো
ভরানো।
॥সূর্যোদয়ের দেশে॥
সূর্যোদয়ের দেশে
হঠাৎ আমি এসে
ভালোবাসা পেলাম এবং
গেলাম ভালোবেসে।

বৈশাখ, ১৩৭৮

ঐরাবত

ঐরাবত ছিলেন এক যোগ্য অফিসার যে
বর্ষাকালে লঞ্চ নিয়ে বেরিয়েছিলেন কার্যে।
গ্রামের কাজ সেরে তিনি ফিরে এলেন লঞ্চে
পা ফসকে পড়ে গেলেন ভাগ্যের প্রবঞ্চে।
স্ত্রী তাঁর সেই লঞ্চে ছিলেন অসহায়
প্রাণ তাঁর করে শুধু হায় হায় হায়।
স্বামীর দেহ তলিয়ে গেল নদীর গহ্বরে
দু'দিন পরে পাওয়া গেল নদীর এক চরে।
দেহ আছে, প্রাণ নেই, ধরাধরি করে
সেই লঞ্চে চালান হ'ল জেলার সদরে।
সদরে ফিরিয়ে এনে হ'ল যে সৎকার
যা কিছু করার ছিল করেন সরকার।

৬ সেপ্টেম্বর, ২০০২